প্রতিবেদন

ক্রীড়াঙ্গনে আদম পাচার

আপনি বিদেশে পাড়ি দিতে চান? আজই যোগাযোগ করুন এদেশের স্বনামধন্য কিছু ক্রীড়া ফেডারেশনের সাথে। ক্রীড়াবিদ তৈরি এবং বিদেশে আদম পাচারই যাদের একমাত্র লক্ষ্য...

রিপোর্ট করেছেন এহসান মোহাম্মদ

আপনি কি স্বপ্নের দেশ অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার ভিসা পেতে আগ্রহী? এশিয়ার শ্রমবাজার জাপান ও কোরিয়ার ভিসাও পেতে পারেন। কোনো প্রকার ঝুঁকি ছাড়াই জমি বিক্রি করে আপনি বিদেশে পাড়ি জমাতে পারেন। আপনি পাবেন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। আপনার জীবনে দরিদ্রতা বলতে কোনো ব্যাপার ছিল কিনা সেটা কখনই মনে পড়বে না। আপনি তরতর করে উঠে আসার সুযোগ পাবেন সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এরপর মুখোশধারী সমাজসেবক, এমপি এবং পরবর্তীতে মন্ত্রীও হতে পারেন। হয়তো এ লেখা পড়ে মনে হতে পারে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। মোটেও না। এমনটাও ভাবনার বিষয় হতে পারে, পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় যে, টাকা নিয়েও বিদেশে পাঠানো হচ্ছে না, বিদেশে পাঠানোর নামে চলে প্রতারণা– না এরকম কোনো ভয়ের কারণ নেই। আপনি বিদেশে পাড়ি দিতে চান? আর দেরি নয়, আজই যোগাযোগ করুন দেশীয় স্বনামধন্য বেশকটি ক্রীড়া ফেডারেশনের সঙ্গে, যাদের আদম পাচারে রয়েছে সুখ্যাতি! কতিপয় ফেডারেশনের আসল কাজই হলো বিদেশে লোক পাঠানো। যদিও কাগজে কলমে তাদের মূল দায়িত্ব হলো প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ তৈরি করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। কিন্তু প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ তৈরি নয়, বিদেশে আদম পাচারই এখন কতিপয় ফেডারেশনের

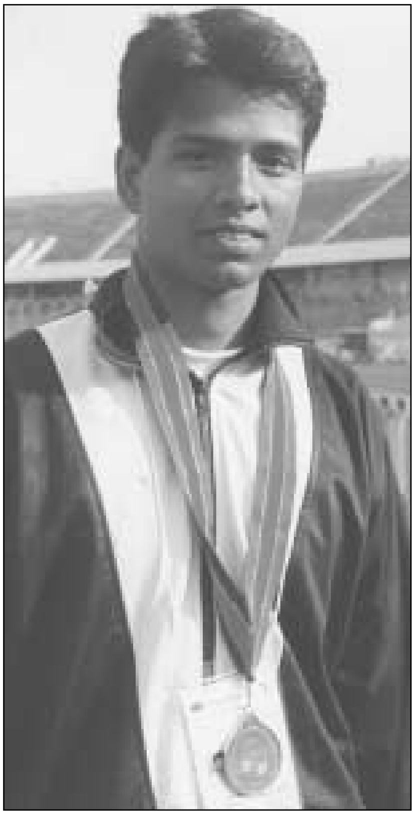

পালিয়েছেন পোলভোল্টার হুমায়ূন কবির

পালিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছেন কারার ছামেদুল

পলাতক অ্যাথলেটরা

পলাতক	ইভেন্ট	আশ্রয়স্থল	সময়
সাইদুর রহমান ডন	অ্যাথলেটিক্স	যুক্তরাষ্ট্র	১৯৮৪
মোখলেসুর রহমান	সাঁতারু	কানাডা	১৯৯৪
মোজাম্মেল হক	বক্সার	কানাডা	১৯৯৪
বিমল তরফদার	অ্যাথলেটিক্স	যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯৮
কারার মিজান	সাতারু	যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯৯
রেহানুল করিম বাবলু	সংগঠক	অস্ট্রেলিয়া	২০০০
এম. এইচ. ডালি	সাবেক সাঁতারু	কানাডা	২০০০
ইলিয়াস	সাঁতারু	যুক্তরাষ্ট্র	২০০০
মতিউর রহমান	সাঁতারু	দক্ষিণ কোরিয়া	২০০১
কামাল হোসেন	সাঁতারু	দক্ষিণ কোরিয়া	২০০১
মারুফ রেজা	অ্যাথলেটিক্স	ইংল্যান্ড	২০০২
দেলোয়ার	অ্যাথলেটিক্স	ইংল্যান্ড	২০০২
হুমায়ূন কবির	অ্যাথলেটিক্স	ইংল্যান্ড	২০০২

মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখোশধারী কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এবং সুকৌশলে নামে-বেনামে ক্রীড়াবিদ বানিয়ে স্বপ্নের দেশগুলিতে পাচার করা হয়েছে। এই পাচার সংস্কৃতির কারণে বাংলাদেশের প্রিয় সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে উন্নত দেশসমুহের ভিসা পাওয়া দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ছে। সেই '৮৪ সাল থেকে পলায়নের ঘটনা ঘটে আসছে– যখনই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, জাপান, কোরিয়ার মতো শ্রম বাজারে বসছে ক্রীড়া আসর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বারবার কেন একই ঘটনা ঘটে চলছে, কলঙ্কের কালিমা কেন লেপন হচ্ছে। এদেশের ক্রীড়াঙ্গনে, কেন সতর্ক হতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা? ক্রীড়াবিদদের এভাবে পলায়ন বাংলাদেশের দুর্নীতির অধ্যায়কে আরও পাকাপোক্ত করছে। চিহ্নিত ভুয়া ও অসৎ ক্রীড়া সংগঠকদের কেন বিতাড়িত করা হচ্ছে না? এরা প্রত্যেক সরকারের সময় নিজের লোক হয়ে যায় সুকৌশলে। রাতারাতি ভোল পাল্টে ক্ষমতার চেয়ারটি ধরে রাখেন এবং চালিয়ে যান অপকর্ম আর পকেট ভারী করে চলেন অবিরাম।

সম্প্রতি ইংল্যান্ডে কমনওয়েলথ গেমসে পাঁচ ক্রীড়াবিদের পলায়ন এবং চট্টগ্রাম আবাহনী লিমিটেডের হয়ে অখ্যাত ৪০ জনের ইংল্যান্ড সফর তোলপাড় করে তুলেছে ক্রীড়াঙ্গনকে। গত জুনেও দক্ষিণ কোরিয়ায় সাঁতারুরা পালিয়েছে। এক বছরের মধ্যে তিন তিনবার ক্রীড়াবিদদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটলো। বাংলাদেশ ক্রীড়াঙ্গন কলঙ্কের নতুন এক রেকর্ড গড়েছে। অতীতে কোনো সরকারের আমলে পরপর এমন ঘটনা ঘটেনি। তবে এ কথা ঠিক, গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কেবল এক সাঁতার ফেডারেশন রেকর্ডসংখ্যক আদম পাচার করেছে। নন্দিত ও নিন্দিত সাঁতারু মোশাররফ হোসেন প্রায় দেড় শতাধিক লোককে সাঁতারু পরিচয়ে বিদেশে পাঠিয়েছেন, যা একক কোন ফেডারেশনের পক্ষে রেকর্ড। মোশাররফ হোসেনের এ জাতীয় অপকর্মের অসংখ্য রিপোর্ট ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। অথচ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি রাজার হালে এই বাণিজ্য করেছেন। এমনকি চারদলীয় জোট সরকারের আমলেও তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় সাঁতারু পাঠিয়েছেন। অথচ জোট সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ক'দিন আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। এরপর আর ফেরেননি। এই এক মোশাররফের অপকর্মের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নেয়া হতো, তা হলে অন্যরা এত সাহস পেতেন না। অথচ অন্যদের কাছে আদম পাচারের আদর্শ মডেল হয়ে থাকলেন মোশাররফ। ক'দিন আগে ম্যানচেস্টারে পাঁচ ক্রীড়াবিদ পলায়নের ব্যাপার নিয়ে কোন তদন্ত হয়নি এবং হবে বলেও মনে হয় না। অথচ ওই পলায়নের সঙ্গে বিওএ জড়িত বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

'আসিফের সোনা বিজয়ের গৌরব তখনই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়, আমার মাথার উপর কালো মেঘ এসে পড়ে- যখন পালিয়ে যাওয়া অ্যাথলেটদের কথা মনে পড়ে'

ফজলুর রহমান পটল
ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সাফাই!

আসিফের সোনা বিজয়ের গৌরব তখনই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়, আমার মাথার ওপর কালো মেঘ এসে পড়ে- যখন পালিয়ে যাওয়া অ্যাথলেটদের কথা মনে পড়ে। টেলিফোনে বললেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে না কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর বলেন, কর্মকর্তাদের এখানে কোনও দোষ দেখছি না। কোনও দোষ নেই- পাল্টা এমন প্রশ্নের জবাবে এবার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বিনয়ের সুরে বলেন, দেখেন টেলিফোনে এত কথা তো বলা যায় না। আপনি কষ্ট করে পরে ফোন করে বাসায় অথবা অফিসে আসেন। গরম গরম চা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। কিন্তু পরবর্তী সময় বেশ কবার চেষ্টা করেও আর যোগাযোগের সম্ভব হয়নি।

এদিকে আদম পাচার নিয়ে বিওএ মহাসচিব জাফর ইমামের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি এ প্রতিবেদককে বারবারই এড়িয়ে যান।

সাম্প্রতিককালে ক্রীড়াবিদদের পরিচয় দিয়ে আদম পাচারের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এই অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত অনেকেই উদ্বিগ্ন। ক্রীড়াবিদদের বিদেশে কোনো আসরে অংশ নিতে গিয়ে দেশে না ফেরার প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯৮৪ সালে। সেবার যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে গিয়ে দেশে ফেরেননি অ্যাথলেট সাইদুর রহমান ডন। এর পর আরও বেশ ক'জন একই কায়দায় যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যান অ্যাথলেটিক্সে একটি সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে। ১৯৯৪ সালে কানাডার ভিক্টোরিয়া কমনওয়েলথ গেমসে গিয়ে থেকে যান সাঁতারু মোখলেসুর রহমান ও বক্সার মোজাম্মেল হক। ওই ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে থেকে যান আরও ৫ জন ক্রীড়া সাংবাদিকও। ১৯৯৩ সালে প্রাক এশিয়ান সাঁতারে নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছেন এ জাতীয় অভিযোগ রয়েছে একজন সাবেক ফুটবলারের বিরুদ্ধে। ক্রীড়াবিদদের বাইরে ক্রীড়া সাংবাদিকরাও গেমস কাভার করতে গিয়ে দেশে না ফেরার নজির স্থাপন করেন। ১৯৯৪ সালে জাপানের হিরোশিমায় বেশ ক'জন ক্রীড়া সাংবাদিক থেকে যান গেমস কভার করতে গিয়ে। ১৯৯৮ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে অংশ নিতে গিয়ে পালিয়ে যান অ্যাথলেট বিমল চন্দ্র তরফদার ও সাঁতারু কারার মিজানুর রহমান। ২০০০ সিডনি অলিম্পিক গেমসে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় থেকে গেছেন হকি ফেডারেশনের তৎকালীন যুগ্ম-সম্পাদক রেহনুল করিম বাবু। ২০০১ সালে কানাডায় বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স মিটে গিয়ে ফিরে আসেননি অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদক ইকবাল হোসেন। ওই একই বছর সাঁতারুর লেভেল এটে আদম পাচার করা হয়েছে। এর মূল হোতা ছিলেন সাতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোশারেফ হোসেন। নিজ গ্রাম মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী থানায় গ্রামবাসী আদম মোশারফ নামে তাকে এক কথায় চেনেন। অভিযোগ রয়েছে বিগত সরকারের আমলে কমপক্ষে ২০০ জন আদম পাচার করেছেন মোশারফ। সর্বশেষ গত জুনে দক্ষিণ কোরিয়ায় আটজনকে সাঁতারু পরিচয়ে পাচার করেন তিনি, যাদের মধ্যে একজন সুইমিং পুলে ডুবে মরতে বসেছিল। এ নিয়ে ব্যাপক হৈচৈ হলে মোশারফ আমেরিকা পালিয়ে যান। আদম পাচারের অভিযোগ রয়েছে হকি এবং সাইক্লিং ফেডারেশনের বিরুদ্ধেও।

ম্যানচেস্টার কেলেঙ্কারি এবং বিওএ

ম্যানচেস্টার কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নেয়া বাংলাদেশের ১৬ ক্রীড়াবিদের পাঁচজন নিখোঁজ গেমস চলাকালীন এমন একটা সংবাদে

বাফুফে'র পদত্যাগকারী সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ পদত্যাগের মাত্র ১০দিন আগে চট্টগ্রাম আবাহনীর এই আবেদনে বাফুফে'র সম্মতি দেন লিখিতভাবে

পুরো জাতি আবারো হতবাক হলেন। পূর্বসুরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের মাথা হেঁট করে পালিয়েছেন পাঁচ ক্রীড়াবিদ। ফিরে আসেনি অন্য চারজন। অথচ এরাই আমাদের ক্রীড়াদূত, কোনও আন্তর্জাতিক গেমসে এরাই বহন করেন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। পালিয়ে যাওয়া পাঁচ ক্রীড়াবিদ হলেন সাঁতারু কারার ছামেদুল ইসলাম, অ্যাথলেট মারুফ রেজা, হুমায়ুন কবির, দেলোয়ার হোসেন ও শফিকুল ইসলাম। বিবেকের তারনায় কিংবা অন্য কারণেই হোক কারার ছামেদুল ইসলাম ফিরে এসেছেন। ২৬ জুলাই বিকেলে গেমস ভিলেজ থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন তারা। এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা যে ইংল্যান্ডের লোভনীয় শ্রম বাজারে পালিয়ে থেকে যাওয়ার জন্য পূর্ব পরিকল্পনার অংশ, তার প্রমাণ কর্মকর্তাদের কাছে জমা রাখা পাসর্পোট ও ফিরতি বিমান টিকেট নিতে তারা আসেননি। ভাগ্য ভাল যে শেষ পর্যন্ত ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে আসিফ নতুন রেকর্ড গড়ে সোনার পদক জয় করেছেন। যা কিছুটা হলেও জাতিকে সান্তনা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। ম্যানচেস্টারের পথে দল দেশ ছাড়ার আগে পত্রিকা রিপোর্টে অ্যাথলেটদের পালিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ তখন টনক নড়েনি কর্মকর্তাদের। পালায়নের এই ঘটনাকে অনেকেই বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যোগসাজস ও পূর্ব পরিকল্পিত হিসেবে দেখছে। এর জন্য ক্রীড়াঙ্গনের অলিখিত গডফাদার বিওএ মহাসচিব জাফর ইমামকে ইঙ্গিত করছে অনেকে। গেমস ভিলেজ থেকে পাঁচ ক্রিড়াবিদ (পরে একজন ফেরত) পালিয়ে যাবার ঘটনায় বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি উঠেছিল। কিন্তু সেই বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে পুরো ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যেন এসে দাঁড়িয়েছে বিত্তএ-এর পাশে। খোদ বিত্তএ'র দুই সহ-সভাপতি, এক উপমহাসচিব এবং সদস্য এই কেলেঙ্কারির যথাযথ তদন্ত দাবি করেছিলেন। উপমহাসচিব ইমতিয়াজ খান বাবুল অভিযোগ তুলেছিলেন বিত্তএ'র মহাসচিব জাফর ইমাম কোনও বেঠক না ডেকে এককভাবে এই গেমসে কর্মকর্তা পাঠানোর বিষয়টি ঠিক করেছিলেন। বিওএ'র অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কোনরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া একনায়ক সুলভ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরকম অসংখ্য অভিযোগ তুলে এসব ঘটনা এবং কেলেঙ্কারির যথাযথ তদন্তের জন্য তারা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। অথচ খোদ ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী অভিযুক্ত ক্রীড়া কর্মকর্তাদের পক্ষে সাফাই গাইছেন। একটি জাতীয় দৈনিককে তিনি জানান, গেমস ভিলেজ থেকে ক্রীড়াবিদদের পালিয়ে যাবার ঘটনায় তিনি শকড। কিন্তু এ ঘটনায় তিনি কর্মকর্তাদের কোন গাফিলতি দেখছেন না। অনেক ক্রীড়া সংগঠক মনে করেন, ক্রীড়াবিদদের এই পলায়ন অপকর্মের পেছনে বিত্তএ মহাসচিব জাফর ইমাম, ক্রীড়ামন্ত্রীর একজন এপিএস এবং কন্টিনজেন্টের সেফ দ্য মিশন আব্দুস সালাম জড়িত। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ক্রীড়া সংগঠক বলেন, এই অপকর্মের ঘটনাটি ছিল বিশাল অংকের একটি ডিল আর এর সঙ্গে বিত্তএ মহাসচিজব জাফর ইমাম জড়িত।

চট্টগ্রাম আবাহনীর আদম ব্যবসা

দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনে খেলাধুলার আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে আবাহনীর সুনাম টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও এই ক্লাবটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আকাশি রংয়ের পতাকাতলে সমবেত হন লাখ লাখ সমর্থক। চট্টগ্রাম আবাহনীর এমন অপকর্মে এখন সমর্থকরাও নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে বেড়ান। প্রশ্ন উঠেছে, আবাহনীর মতো দল এমন অসৎ ও নিন্দনীয় কাজটি কেন করলো? বাংলাদেশের ফুটবলাররা ইউরোপের মাটিতে খেলবে– এটি এক সময় ছিল শুধুই স্বপ্ন। ইংল্যান্ডভিত্তিক ক্যানারি ওয়ারফ এবং এশিয়ান স্পোর্টস ফেডারেশন লিমিটেড (এএসএফএল) বাংলাদেশের ফুটবলারদের এ স্বপ্ন পূরণে সহায়তার হাত বাড়ায়। তাদের আমন্ত্রণে ঢাকা মোহামেডান ও আবাহনী লিমিটেডের ফুটবল দল গত বছর ইংল্যান্ড সফর করে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার ইংল্যান্ড যাবার সুযোগ মেলে চট্টগ্রাম আবাহনী লিমিটেডের। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রাম থেকে কোন দল এবারই প্রথম বিদেশ সফর করার সুযোগ পেল। আর এই পাওয়া প্রথম সুযোগেই তারা জালিয়াতির জন্ম দেয়। কতিপয় দুর্নীতিবাজ ক্রীড়া সংগঠক নিজেদের পকেট ভারী করতে আদম পাচারে লিপ্ত হয়, যা দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনকে আরেকবার লজ্জার সাগরে ডুবিয়েছে। চট্টগ্রাম আবাহনীর ব্যানারে ফুটবলার পরিচয়ে ইংল্যান্ডে আদম পাচারের ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম আবাহনীর বিতর্কিত ও অভিনব বিদেশ সফর নিয়ে তোলপাড় দেশের ক্রীড়াঙ্গন। বিস্মিত সংগঠক ও ক্রীড়ামোদীরাও। আর এ কলঙ্কজনক ঘটনার নাটেরগুরু হিসেবে আঙ্গুল উটেছে চট্টগ্রাম আবাহনীর চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের এমপি রফিকুল আনোয়ার, সাধারণ সম্পাদক সামছুল হক চৌধুরী, বাফুফে ও ঢাকা মোহামেডান ক্লাবের সদস্য ফজলুর রহমান বাবুল ও সদ্য পদত্যাগ করা বাফুফে

অনুমতি পাওয়া ২৫ সদস্যবিশিষ্ট চট্টগ্রাম আবাহনী

মোহাম্মদ জুলফিকার মাহমুদ (মিন্টু), বখতিয়ার উদ্দিন খান, এস. এম. আসিফ ইউসুফ, এম. আসরারুল কাদের (মঞ্জু), মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, নুরুল আফসার, মোহাম্মদ আজমুল হোসাইন (বিদ্যুৎ), মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলম, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন মিয়াজি, এম. এন. শাকিল, আনিসুর রহমান চৌধুরী, আরিফ মাহমুদ, নাজমুল করিম চৌধুরী, নাসির মিয়া, মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, বদরুল ইসলাম (দোজা), ম্যানেজার মোহাম্মদ কাশেম, চীফ কোচ আবু ইউসুফ, সহ-কোচ সাহাবুদ্দিন, সহ-ম্যানেজার মোহাম্মদ সাদেক, ট্রেইনার-কাম-খেলোয়াড় সামছুদ্দিন, টেকনিক্যাল ম্যানেজার তাহের উল আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ ফজলুর রহমান বাবুল।

জিও থেকে নাম বাদপড়া যারা সকলেই গেছেন মূল দলের সঙ্গে : ফজলুল হক খান, হাজী রফিক আহমেদ, আমিনুল হক, সৈয়দ নুরুল আকবর, নুরুল আলম ভুইয়া, শাহ নেওয়াজ খালেদ, আসাদ উল্লাহ খান, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, গোলাম দস্তগীর চৌধুরী, সামছুল চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম, ইমতিয়াজ সুলতান জনি, কাজি রফিকুল ইসলাম, সুকুমার চৌধুরী, তাহের উল আলম চৌধুরী।

মারুফ রেজাও ভাবলেন না দেশের সম্মানের কথা

সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদের দিকে। লন্ডন যাওয়ার লিস্টে নাম লেখানোর জন্য দাম উঠেছিল ২ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত। ক্লাবের হয়ে সফরসঙ্গী হওয়া অনেকের কাছ থেকেই মোটা অংকের টাকা নিয়েছেন ক্লাবের ক'জন কর্মকর্তা। লন্ডন সফরে আবাহনী টিমের দায়িত্ব পালনকারীদের অন্যতম হলেন সাধারণ সম্পাদক সামছুল হক চৌধুরী। অথচ ক্লাব থেকে যে লিস্ট জমা দেয়া হয়েছে তাতে নাম নেই তার। ঘটনার আড়ালে থাকতেই তিনি ক্লাব লিস্টে নাম দেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। এখন প্রশ্ন জেগেছে, কিভাবে, কেমন করে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চক্ষু আড়াল করে লন্ডনে আদম পাচার হলো? গত বছর ৫ নভেম্বর বাফুফে'র সদস্য ফজলুর রহমান বাবুলকে উদ্দেশ করে ইংল্যান্ড সফরে একটি দল পাঠানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ক্যানারি ওয়ারফের হেড অব পাবলিক এফেয়ার পিটার নাডে এবং এশিয়ান স্পোর্টস ফেডারেশন লিমিটেড (এএসএফএল)-এর চেয়ারম্যান এম. টি. হুসেইন বকুল। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ফজলুর রহমান বাবুল একাধিকবার গোপন বৈঠক করেন চট্টগ্রাম আবাহনীর সাধারণ সম্পাদক সামছুল হক চৌধুরীর সঙ্গে। খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে এগিয়ে চলেন এ দু'জন। এর মধ্যে সামছুল হক চৌধুরীর প্রস্তাব ছিল, যে করেই হোক তাকে এক কোটি টাকা দিতে হবে, যা দিয়ে চট্টগ্রামের হালিশহরে অবস্থিত চট্টগ্রাম আবাহনীর মাঠে গ্যালারি নির্মাণে ব্যয় করার কথা জানান তিনি এবং প্রস্তাবিত এক কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছে এএসএফএল। অন্যদিকে লন্ডনগামী দলে লিস্টেড হওয়া সদস্যদের থেকে পাওয়া টাকা ভাগ-বাটোয়ারার একটা অনুপাতও তৈরি করে দেড়শ' টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা জানালেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্লাবের এক পরিচালক। ব্যস, তারা মাঠে নেমে পড়েন দল সাজানোর জন্য। এরপর ফজলুর রহমান বাবুল চট্টগ্রাম আবাহনীর ইংল্যান্ড সফরের জন্য ৪০ জনের (২২ খেলোয়াড়, ৮ কর্মকর্তা, ১০ পরিচালক) সরকারি অনুমতির আবেদন জানান। বাফুফে'র পদত্যাগকারী সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ পদত্যাগের মাত্র ১০দিন আগে চট্টগ্রাম আবাহনীর এই আবেদনে বাফুফে'র সম্মতি দেন লিখিতভাবে, এমনকি প্রতিটি খেলোয়াড় কর্মকর্তার জীবন-বৃত্তান্ত সত্যায়িত পর্যন্ত করেন। বাফুফে সাধারণ সম্পাদকের লিখিত অনুমোদন পেয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পর্যন্ত বিষয়টির নেপথ্য রহস্য জানতে না চেয়ে সরকারি অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয় বরাবরে পাঠিয়ে দিয়েছে। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বিশাল ওই তালিকা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এটা কি পিকনিক ট্যুর?– ৪০ জনের লম্বা তালিকা দেখে এ প্রশ্ন তোলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। ৪০ জনের অনুমতি দিতে কোনভাবেই রাজি হলেন না মন্ত্রী। এরকম সিদ্ধান্তে ফজলুর রহমান বাবুল চট্টগ্রাম আবাহনীর ১০ জন কর্মকর্তার নাম ছেঁটে ফেলেন। বাবুল কেবল তাদের নামই ছেঁটে ফেললেন যাদের লন্ডনের ভিসা পেতে কোন ঝামেলা হবে না। যাদের ভিসা পাওয়া সম্ভব হবে না, কেবল তাদের নিয়ে নতুন করে ২৫ সদস্যের আরেকটি নতুন তালিকা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হলো। পুরো বিষয়টিই করা হয়েছে গোপনে। বাফুফের নথিতে সংরক্ষিত নেই ক্যানারি ওয়ারফের এই আমন্ত্রণ পত্র, চট্টগ্রাম আবাহনীর আবেদন এমনকি মন্ত্রণালয় বরাবর বাফুফে'র আবেদন। সব হাওয়া হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম আবাহনী ফুটবল দলের নামে ইংল্যান্ড সফরে আদম পাচারের হোতা বাফুফের সদস্য ফজলুর রহমান বাবুল নিজেই বাফুফে'র ফাইল থেকে গায়েব করেছেন এই নথিপত্র।

গত ১৮ জুলাই মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর ১০ দিনের সফরে গত ১১ আগস্ট চট্টগ্রাম আবাহনীর বিশাল বহর ইংল্যান্ডের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছে। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাননি যারা, সেই ১৫ জনও এই দলের সঙ্গে সফরসঙ্গী হয়েছে। অর্থাৎ ৪০ জনের পুরো দলই এই সফর করছে। জালিয়াতির মাধ্যমে ঘটানো এত বড় এক ঘটনার দায় বহন করতে হবে বাফুফেকে। দায় এড়াতে পারবে না এনএসসি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ও। খেলাধুলার নামে একের পর এক আদম ব্যবসার ঘটনায় উদ্বিগ্ন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল। এ ঘটনা ফাঁস হওয়ার পরের দিন এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, যেভাবে জীবন-বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে তাতে অনুমতি না দিয়ে কি করবো। বাফুফে'র সাধারণ সম্পাদককে বিশ্বাস না করলে কাকে করবো। আর খোলাসা করে তিনি জানান, হারুনর রশিদ ও ফজলুর রহমানদের কিভাবে অবিশ্বাস করি, যারা ফুটবলের সঙ্গে বহুদিন জড়িত। তিনি আরও বলেন, কে ক্লাবের বল বয় তা আমি কিভাবে জানবো বলুন? কিন্তু কথা হলো, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এমন কথা বলে কতোটা দায়মুক্ত হতে পারবেন। তিনি ৪০ জনের বহর দেখেও কি কিছু আঁচ করতে পারেননি? আর ক্রীড়াঙ্গনে এটা তো নতুন কোন ঘটনা না। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর গত জুনেও সাঁতারু সাজিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আদম পাচার করা হয়েছে। তাহলে সেখান থেকেও কি তিনি শিক্ষা নিতে পারেননি? মন্ত্রী তার মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখতেই এমন কথা বলছেন, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য।

বিওএ'র আরেক ধান্ধা, বুসান মিশন

আসিফের এক সাফল্য দিয়ে ম্যানচেস্টার ভিলেজ থেকে পাঁচ অ্যাথলেটের পলাতকের ব্যর্থতা ও লজ্জা আড়াল করার পাঁয়তারা শুরু হয়েছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। ১৭তম কমনওয়েলথ গেমসের বিজয়স্তম্ভে উড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন বাংলাদেশের পতাকা, বাজাতে পেরেছেন জাতীয় সংগীতের সুর। আর আসিফের অর্জন করা একটি স্বর্ণপদকই এখন সবচেয়ে বড় ঢালে পরিণত হয়েছে ধান্ধাবাজ কর্মকর্তাদের। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফেরেই তারা আরেকটি মিশন হাতে নিয়েছে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত হবে ১৪তম এশিয়ান গেমস। এ গেমসে বিশাল এক লটবহর পাঠানোর জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। কমনওয়েলথ গেমস ভিলেজ থেকে ক্রীড়াবিদ পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা তদন্ত হওয়ার আগেই অবশ্য বুসান এশিয়ান গেমসে বিশাল একটি দল পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় খুব সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে। বিওএ'র বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ফুটবল, হকি, শুটিং, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স, ভারোত্তোলন, বক্সিং, কাবাডি ও কুস্তি- এই ৯টি ডিসিপ্লিনে অংশ নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আর এতে করে প্রায় ১০০ সদস্যের দল বুসানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেও প্রকৃতপক্ষে সরকার পর্যালোচনা করে দেখছে। ফুটবল, হকি, শুটিং- এই তিনটি ইভেন্টের বাইরে অ্যাথলেট পাঠাতে রাজি নয় ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের বাইরে কোনও শ্রম বাজারের দেশের লোভ সামলাতে পারে না বিওএ। দেশের মানসম্মান গোল্লায় দিয়েও যদি নিজের ভিটেমাটিতে ইটের গাঁথুনি আর বালি ও সিমেন্ট লাগে, তাহলে খারাপ কি? ছেলেমেয়েকে যদি বিদেশে রেখে পড়াশোনা করার অর্থের সোর্স খুঁজে পাওয়া যায়, তাতে মন্দ কিসের? যার কারণে ম্যানচেস্টার কলঙ্ক নিয়ে দেশে ফেরার সপ্তাহ পার হতে না হতেই যখন ঐসব কর্মকর্তা আরও একটি মিশনে নামেন, তখন বুঝতে হবে এর রহস্য কি? সরকার যতটা না আগ্রহবোধ করে বিদেশে দল পাঠাতে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিওএ'র কর্মকর্তাদের।